رُوح

রূহ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "**রূহ**"।

পবিত্র কুরআনুল করীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اَلرُّوحِ

قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ اَلْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿٨٥﴾

তারা তোমার কাছে জানতে চাইছে রূহ সম্পর্কে, তুমি বলো: 'রূহ আমার প্রভুর একটি আদেশ'। আর তোমাদের খুব কমই এলেম দেয়া হয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭: ৮৫

رُوح - প্রভুর আদেশ (The affair of Lord)

২: ৮৭, ২৫৩ তাকে সাহায্য করেছি রুহুল কুদুসকে দিয়ে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ اَلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِاَلرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ اَلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَالاَتَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, মার্ইয়াম-তনয় 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ আর কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ ? সূরা আল বাকারা ২ঃ ৮৭

To learn more click here

تِلْكَ اَلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اَللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ اَلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ اَللَّهُ مَا اَقْتَتَلَ اَلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ اَلْبَيِّنَاتُ وَلَـٰكِنِ اَخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ اَللَّهُ مَا اَقْتَتَلُواْ وَلَـٰكِنَّ اَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

এই রাসূলগণ, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সঙ্গে আলাহ্ কথা বলিয়াছেন, আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। মার্ইয়াম-তনয় 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। আলাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরবর্তীরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। ফলে তাহাদের কিছুসংখ্যক ঈমান আনিল এবং কিছুসংখ্যক কুফরী করিল। আলাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু আলাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন। সূরা আল বাকারা ২ঃ ২৫৩

৪: ১৭১ রূহ (আল্লাহর আদেশ) যা তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন মরিয়মের প্রতি।

يَٰأَهْلَ اَلْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اَللَّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ إِنَّمَا اَلْمَسِيحُ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اَللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاَللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ اَنتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا اَللَّهُ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِى اَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى اَلأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاَللَّهِ وَكِيلاً ﴿١٧١﴾

হে কিতাবীগণ! দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না ও আলাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না। মার্ইয়াম-তনয় 'ঈসা মসীহ্ তো আলাহর রাসূল এবং তাঁহার বাণী, যাহা তিনি মার্ইয়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার আদেশ। সুতরাং তোমরা আলাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আন এবং বলিও না, 'তিন!' নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। আলাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্; তাঁহার সন্তান হইবে-তিনি ইহা হইতে পবিত্র। আসমানে যাহা কিছু আছে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আলাহ্রই; কর্ম-বিধানে আলাহই যথেষ্ট। সূরা আন নিসা ৪ঃ ১৭১

৫: ১১০ যখন আমি তোমাকে সহযোগিতা করেছিলাম রুহুল কুদুসকে (জিব্রাইল কে) দিয়ে।

إِذْ قَالَ اَللَّهُ يٰعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ اَذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ تُكَلِّمُ اَلنَّاسَ فِى اَلْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ اَلْكِتَابَ وَاَلْحِكْمَةَ وَاَلتَّوْرَاةَ وَاَلإِنْجِيلَ

To learn more click here

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ اَلطِّينِ كَهَيْئَةِ اَلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِى وَتُبْرِىءُ اَلأَكْمَهَ وَاَلأَبْرَصَ بِإِذْنِى وَإِذْ تُخْرِجُ اَلْمَوتَىٰ بِإِذْنِى وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِاَلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾

স্মরণ কর, আলাহ্ বলিবেন, 'হে মার্ইয়াম-তনয় 'ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলিতে; তোমাকে কিতাব, হিক্মত, তাওরাত ও ইন্জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম; তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করিতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে; ফলে আমার অনুমতিক্রমে উহা পাখি হইয়া যাইত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে; আমি তোমা হইতে বনী ইস্রাঈলকে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম ; তুমি যখন তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিলে তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা বলিতেছিল, 'ইহা তো স্পষ্ট জাদু ।' সূরা আল মায়েদা ৫ঃ ১১০

১৫: ২৯ আমার পক্ষ থেকে তাতে (আদমের শরীরে) রূহ সঞ্চার করে দেব।

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

'যখন আমি উহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার পক্ষ হইতে রূহ্ সঞ্চার করিব তখন তোমরা উহার প্রতি সিজ্দাবনত হইও', সূরা আল হিজর ১৫ঃ ২৯

১৬: ২ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যাদেরকে চান, তাদের প্রতি ফেরেশতা এবং রূহকে পাঠান।

يُنَزِّلُ اَلْمَلاَئِكَةَ بِاَلْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوَاْ أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاَتَّقُونِ ﴿٢﴾

তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশে ওহীসহ ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন এই বলিয়া যে, তোমরা সতর্ক কর, নিশ্চয়ই আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং আমাকে ভয় কর । সূরা আন নাহল ১৬ঃ ২

১৬: ১০২ তোমার প্রভুর কাছ থেকে তা (আল কোরআন) সত্য সহ নাজিল করে রুহুল কুদুসকে (জিবরীলকে)

To learn more click here

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

বল, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে রুহুল-কুদুস জিব্‌রাঈল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে, যাহারা মু'মিন তাহাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য ।' সূরা আন নাহল ১৬ঃ ১০২

১৭: ৮৫ রূহ আমার প্রভুর একটি আদেশ।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿٨٥﴾

তোমাকে উহারা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে । বল, 'রূহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে সামান্যই ।' সূরা বনী ইসরাইল ১৭ঃ ৮৫

১৯: ১৭ আমরা তার কাছে পাঠালাম আমাদের রূহকে (জিবরীল কে)।

فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِم حِجَاباً فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَآ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً ﴿١٧﴾

অতঃপর উহাদের হইতে সে পর্দা করিল । অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার রূহ্‌কে পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিল । সূরা মারইয়াম ১৯ঃ ১৭

২১: ৯১ আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছি আমাদের রূহ।

وَٱلَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَآ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

এবং স্মরণ কর সেই নারীকে, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন । সূরা আম্বিয়া ২১ঃ ৯১

২৬: ১৯৩ এটি নিয়ে নাযিল হয়েছে রুহুল আমীন (জিবরীল)।

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ ﴿١٩٣﴾

জিব্‌রাঈল ইহা লইয়া অবতরণ করিয়াছে । সূরা আশ শুয়ারা ২৬ঃ ১৯৩

৩২: ৯ ফুঁকে দেন তাঁর থেকে রূহ।

To learn more click here

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَاَلأَبْصَارَ وَاَلأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাঁহার রূহ্ হইতে এবং তোমাদেরকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সূরা আস সিজদা ৩২ঃ ৯

৩৮:৭২ এবং তার মধ্যে সঞ্চার করে দেবো রূহ।

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

'যখন আমি উহাকে সুষম করিব এবং উহাতে আমার রূহ্ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহার প্রতি সিজ্‌দাবনত হইও।' সূরা সোয়াদ ৩৮ঃ ৭২

৪০: ১৫ তিনি তাঁর বান্দাদের যার প্রতি ইচ্ছা তাঁর নির্দেশ প্রেরণ করেন অহীর মাধ্যমে।

رَفِيعُ اَلدَّرَجَاتِ ذُو اَلْعَرْشِ يُلْقِى اَلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ اَلتَّلاَقِ ﴿١٥﴾

তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, 'আরশের অধিপতি, তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে। সূরা আল মুমিন ৪০ঃ ১৫

৪২: ৫২ এ পদ্ধতিতেই আমরা আমাদের নির্দেশের একটি রূহ তোমার কাছে অহী করেছি।

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا اَلْكِتَابُ وَلاَ اَلإِيمَانُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ্ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি। পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ- সূরা আশ শুরা ৪২ঃ ৫২

৫৮: ২২ এদের অন্তরে আল্লাহ লিখে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদের সাহায্য করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ (অহীর জ্ঞান, কোরআন) দিয়ে।

To learn more click here

لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُوْنَ بِاَللهِ وَاَلْيَوْمِ اَلآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اَللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوَاْ آبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَـئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ اَلإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اَلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِىَ اَللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَـئِكَ حِزْبُ اَللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اَللهِ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

তুমি পাইবে না আলাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালবাসে আলাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে-হউক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদের অন্তরে আলাহ্ সুদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদেরকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ্ দ্বারা। তিনি ইহাদেরকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে ইহারা স্থায়ী হইবে ; আলাহ্ ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, ইহারাই আলাহর দল। জানিয়া রাখ, আলাহর দলই সফলকাম হইবে। সূরা আল মুজাদালা ৫৮ঃ ২২

৬৬: ১২ আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম আমাদের রূহ থেকে।

وَمَرْيَمَ اَبْنَةَ عِمْرَانَ اَلَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ اَلْقَانِتِينَ ﴿١٢﴾

আরও দুষ্টান্ত দিতেছেন ইমরান-তনয়া মার্ইয়ামের-যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, সে ছিল অনুগতদের অন্যতম। সূরা আত তাহরীম ৬৬ঃ ১২

৭০: ৪ ফেরেশতারা এবং রূহ (জিবরীল) তাঁর দিকে উঠে এমন একটি ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে (পৃথিবীর সময় অনুযায়ী) যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

تَعْرُجُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَاَلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾

কখনও না, উহাদের ধারণা অবাস্তব, উহারা শীঘ্র জানিতে পারিবে; সূরা আন নাবা ৭০ঃ ৪

৭৮: ৩৮ সেদিন রূহ (জিবরীল) এবং ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকবে সারি (সফ) বদ্ধ হয়ে।

To learn more click here

يَوْمَ يَقُومُ اَلرُّوحُ وَاَلْمَلاَئِكَةُ صَفّاً لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ اَلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَاباً ﴿٣٨﴾

সেই দিন রূহ্ ও ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে; দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে । সূরা আন নাবা ৭৮ঃ ৩৮

৯৭: ৪ নাযিল হয় ফেরেশতাকুল ও রূহ (জিবরীল) সে রাত্রে তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে সকল নির্দেশ নিয়ে।

تَنَزَّلُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَاَلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾

সেই রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে । সূরা আল কাদর ৯৭ঃ ৪

رُوح - ক্ষমা, স্বস্তি (Mercy, Rest)

يٰبَنِيَّ اَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اَللهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اَللهِ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাহার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আলাহ্র আশিস হইতে তোমরা নিরাশ হইও না । কারণ আলাহ্র আশিস্ হইতে কেহই নিরাশ হয় না, কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত ।' সূরা ইউসুফ ১২ঃ ৮৭

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾

তবে তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান; সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬ঃ ৮৭

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here